THE HUNGER PROJECT

প্রান্ত পরিক্রমা

বর্ষ-০১ | সংখ্যা-০২ | ০৩ আগষ্ট২০২০

প্রথম পাতা

অনলাইন বার্তা- ময়মনসিংহ অঞ্চল

উৎকলিকা-১, ২৮ ক/১ কে.সি. রায় রোড, ময়মনসিংহ

করোনা সংকট ব্যবস্থাপনায় দৃষ্টান্ত গড়েছে ফলদা হিন্দুপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল

করোনা ভাইরাসের কারনে সৃষ্ট সাংঘাতিক আতংকের মধ্যে যখন ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর থেকে শ্রমজীবী মানুষগুলো ফলদা হিন্দুপাড়া গ্রামে ফিরতে শুরু করে তখনো এই গ্রামের মানুষ এ অতিমারী ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্য সম্পুর্নভাবে অপ্রস্তুত। ভয়ংকর আতংকের মধ্যে অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে গৃহাশ্রয়ী হয়ে পরে। গ্রামের মানুষগুলোর কি হবে না হবে তা নিয়েও ভাবার মতো অবস্থাটি আর থাকেনা। এ এক প্রচন্ড ভীতিকর পরিস্থিতি। অজানা এক শত্রুর আক্রমনের বিভীষিকায় অপ্রস্তুত মানুষগুলোর অসহায়ভাবে মুষড়ে পরা একটি জনগদ হয়ে যায় ফলদা হিন্দুপাড়া গ্রাম।

ঘরের বাইরে মাস্ক পড়া অত্যাবশ্যক, মাস্ক না পরলে জরিমানা হতে পারে।

গ্রাম উন্নয়ন দলের সভা - গ্রামশক্তির জাগরণঃ

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহন করার সুবাদে ২০১৬ সালেই গ্রামের জনবান্ধব, আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ সন্তোষ কুমার দত্তের নেতৃত্বে ১০ জন পুরুষ ও ৫ জন নারীকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল একটি স্বেচ্ছাব্রতী প্লাটফর্ম যার নাম হিন্দুপাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল। গ্রামের যে কোন সমস্যায় এ দলটিই হয়ে উঠেছিল শেষ ভরসাস্থল। অবশেষে করোনার এ মহাতংকের মধ্যেও এ গ্রাম উন্নয়ন দলটিই হয়ে উঠল সকলের ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে। মার্চ মাসের ১৭ তারিখেই গ্রামের সকলের প্রিয় সন্তোষ দার তৎপরতায় মোবাইল ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন দল একটি সভা করতে সক্ষম হয়। সভায় দলের প্রত্যেকেই এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন যে, যেহেতু চারদিকে ভয়াবহ আতংক তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের প্রবল সাহসিকতা প্রদর্শনের এটাই সময়। তাই তারা " আতংক নয় শৃঙ্খলা" এই বার্তা নিয়ে গ্রামের আরও মানুষ ও সমমনা সংগঠনের সদস্যদের সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সার্বিক সচেতনতা কার্যক্রমঃ

যেহেতু এ মহামারী থেকে সুরক্ষার একমাত্র পথই হলো সচেতন থাকা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের সদস্যরা প্রতিটি ঘরে ঘরে করোনা বিষয়ক সচেতনতা ও স্বাস্থ্যবিধি পৌঁছে দেবার পরি-কল্পনা গ্রহণ করে এবং সে মোতাবেক পাড়া ভিত্তিক দল গঠণ করে বাড়ীবাড়ী সচেতনতামূলক প্রচারনা চালাতে শুরু করে। মূলত ঘন ঘন নিয়ম মেনে হাত ধোয়া, শারীরীক দূরত্ব বজায় রাখা, জরুরী প্রয়োজন ব্যতিরেকে বাইরে না যাওয়া এবং যেতে হলেও অবশ্যই মাস্ক পরিধান করা এ বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে প্রচারণা কার্যক্রম চলতে থাকে। সন্তোষ দত্তের নির্দেশনায় গ্রাম উন্নয়ন দলের অন্যান্য সদস্য মাসুদ রানা সজল, দেবাশীষ ভাদুড়ী, তপন ভাদুড়ী, শামীমা, সঞ্জীব ঘোষ, কল্পনা , ইয়ুথ লিডার স্বর্না ঘোষ এর সাহসী স্বেচ্ছাব্রতী উদ্যোগে গোটা গ্রামে প্রায় ১৫টি উঠান বৈঠক, ৭টি হাত ধোয়া প্রদর্শণী করা ছাড়াও হাতে লিখা পোষ্টার এবং প্রশাসন থেকে দেয়া লিফলেট প্রতিটি বাড়ীতে বিতরণ করা হয়।

কোয়ারান্টাইন ও করোনা পরীক্ষা নিশ্চিতকরণঃ

সরকার গার্মেন্টস ও অন্যান্য অফিসগুলো বন্ধ করে দেয়ার পর প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে যখন ঢাকা, নারায়-নগঞ্জ ও পাজীপুর থেকে শ্রমজীবী মানুষগুলো নিজ গ্রামে ঢুকে পরে তখন গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপাতি সন্তোষ দত্ত ইউনিয়ন কোভিড-১৯ প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় মোট ২৮ জন যুবকের কোয়ারান্টাইন নিশ্চিত করেন এবং করোনার উপসর্গ রয়েছে এমন ব্যক্তিদের করোনা পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ এবং টেষ্ট করার একটি স্থানীয় ক্যাম্প চালু করেন।

স্থানীয় বাজার স্থানান্তর ঃ

ফলদা বাজার টি এলাকাবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন হওয়ায় এখানে সারাদিন ভীড় লেগেই থাকতো যা করোনা ঝুকিকে বহুগুন বাড়িয়ে দিচ্ছিল। গ্রাম উন্নয়ন দল উপলব্ধি করলো এ বাজারটিকে কোন প্রসস্ত স্থানে স্থানান্তর করতে না পারলে করোনা প্রতিরোধে সকল কার্যক্রমই অর্থহীন হয়ে যাবে। তাই সন্তোষ দত্ত স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে বাজারটিকে স্থানীয় বয়েজ স্কুল মাঠে স্থানান্তর করেন। এ বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের দুই সদস্য কনক ঘোষ, কামরুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ হানিফও দায়িত্বশীল ভুমিকা পালন করেন।

টিসিবি পন্যের সুবিধা পেল প্রান্তিক মানুষ ঃ

সরকার করোনা সংকটে অভাবগস্থ হয়ে পরা প্রান্তিক মানুষের জন্য টিসিবি-এর মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যপন্য বিপননের সুবিধা চালু করলেও সাধারনত শহর এবং উপজেলা সদরের নিকটস্থ মানুষ -দের মধ্যেই এ সুবিধা সীমাবদ্ধ থাকে। বিষয়টি সন্তোষ দত্তের দৃষ্টিগোচর হলে তিনি এ ব্যাপারে উপজেলা প্রশাসনের সাথে এডভোকেসী করেন, দরিদ্র মানুষের পক্ষে তার এ এডভোকে -সীতে প্রশাসন বিষয়টি উপলব্ধি করে টিসিবির পন্য বিপননের কাজ ফলদা পর্যন্ত বিস্তৃত করলে ফলদা ও আশেপাশের গ্রামের প্রায় ৩৪০ জন মানুষ এ দুর্দিনে কমমূল্যে পন্য পাবার এ সুযোগটি পায়।

গুজব, ভ্রান্ত ধারণা ও অপপ্রচার মোকাবেলাঃ

করোনা প্রতিরোধী কার্যক্রমের সমান তালে চলতে থাকে এবিষয়ক অপপ্রচার, গুজব ও বিভিন্ন চিকৎসার ধারনা বিষয়ক অপপ্রচারণা। মূলত ধর্ম এবং গ্রামের কিছু অসচেতন মুরুব্বীদের সামনে রেখে এ অপপ্রচারগুলো চালানো হয়। বিষয়গুলো করোনা সংকটকে আরও জটিল এবং করোনা প্রতিরোধ কার্যক্রমকে আরও বাধাগ্রস্থ করছিল। সন্তোষ দা গ্রাম উন্নয়নদলের সসদস্য এবং মসজিদের ঈমাম, মন্দিরের পুরোহিত এবং স্থানীয় প্রশা -সনকে সাথে নিয়ে এ অপপ্রচার প্রতি হত করেন। মসজিদের মাইক থেকে এবং মন্দির থেকে করোনা বিষয়ক স্বাস্থ্যবিধিগুলো প্রচার করা হয় এবং অপপ্রচারের বিষয়ে সকলেকে সচেতন থাকতে সতর্ক করে দেয়া হয়।

সম্পাদক: জয়ন্ত কুমার কর
নির্বাহী সম্পাদক: খায়রুল বাশার

কৃতজ্ঞতায়: সৈয়দ মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, এ.এন .এম .নাজমুল হোসাইন, পলাশ কান্তি পাল

তথ্য সহায়তা: বিপ্লব তালুকদার
প্রকাশনায়: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট -বাংলাদেশ, ময়মনসিংহ অঞ্চল।

THE HUNGER PROJECT

প্রান্ত পরিক্রমা

দ্বিতীয় পাতা

বর্ষ-০১ | সংখ্যা-০২ | ০৩ আগষ্ট২০২০

অনলাইন বার্তা- ময়মনসিংহ অঞ্চল

উৎকলিকা-১, ২৮ ক/১ কে.সি. রায় রোড, ময়মনসিংহ।

বিপন্ন জনগনের পাশে গ্রাম উন্নয়ন দলঃ

দেশের অন্যান্য স্থানের মতো ফলদা হিন্দুপাড়ায়ও করোনার প্রভাবে অনেক মানুষ জীবিকার সংকটে পরে। অনেকে স্থায়ী -ভাবে কর্ম হারিয়ে ফেলে। দিন এনে দিন খাওয়া মানুষগুলো কর্মহীন হয়ে ভয়াবহ মানবিক সংকটে নিপতিত হয়। এ মানুষগুলার মধ্যে অনেকেই জীবনে কারো কাছে কোনদিন হাত পাতেনি তাই তারা সাংঘাতিক ভাবে সংকটাপন্ন হয়ে পরে। এ বিপন্ন মানুষগুলোকে কোন মতে খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্য গ্রাম উন্নয়ন দল এগিয়ে আসে এবং সভাপতি সন্তোষ দত্তের তৎপরতায় আরও বেশ কয়েকটি সংগঠনও এগিয়ে আসে। ইব্রাহীমখাঁর আলোকিত ভুঞাপুর অনলাইন গ্রুপ এর মধ্যে অন্যতম। গ্রাম উন্নয়ন দল, গ্রামের বিত্তবান মানুষ, সন্তোষ দত্তের বন্ধু ও শুভানুধায়ীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দলের উদ্যোগে তালিকাকৃত গ্রামের ১০৫টি হতদরিদ্র, কর্মহীন পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, আটা, চিনি, পেঁয়াজ, আলুসহ অন্যান্য নিত্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যপন্য সহযোগিতা করা হয়। এ ছাড়াও দরিদ্রদের মাঝে প্রায়২০০ সাবান, ১৬০টি মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরন করা হয়।

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সুযোগ সৃষ্টি ঃ

করোনা ভাইরাসের সাংঘাতিক আতংকের মধ্যে ব্যাংকে গিয়ে বিদ্যুৎবিল পরিশোধ দরিদ্র মানুষের জন্য ছিল এক ভয়াবহ ঝুকির বিষয় কারণ বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য দীর্ঘলাইন হয় এবং শারীরীক দূরত্ব বজায় রাখা কোন ভাবেই সম্ভব হয়না ফলে প্রত্যেকেরই করোনা সংক্রমিত হবার ঝুঁকি থাকে। এবিষয়টি থেকে এলাকা -বাসীকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন সন্তোষ দত্ত। তিনি ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর ডিজিএম এর সাথে কথা বলে তার নিজ বিদ্যালয়ে জায়গা দেন এবং বিল গ্রহণকারী কতৃপক্ষকে এলাকায় এসে ক্যাম্প করে এলাকাবাসীর বিল গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব দেন। সন্তোষ দত্তের প্রস্তাবে পল্লীবিদ্যুৎ কতৃপক্ষ এলাকায় এসে ক্যাম্প করে সকলের বিল গ্রহণ করা শুরু করে ফলে একদিকে করোনা সংক্রমনের ঝুকি এবং অন্যদিকে এই সংকটকালীন সময়ে কষ্ট করে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে ব্যাংকে যেয়ে বিল পরিশোধের সংকট থেকে ইতোমধ্যেই মুক্তি পায় ২৫০ জন প্রান্তিক মানুষ। এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং আরও অনেক মানুষ এ সুযোগ পাচ্ছে।

চলমান রয়েছে গ্রামবাসীর মাঝে করোনা সহিষ্ণু অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগঃ

করোনা ভাইরাস সয়ক্রমনের ৪ মাস পরও এর ভয়বহতা কমছে না বরং মানুষের স্বাস্থ্যবিধি সঠিকভাবে না মানার সুযোগে এটি আরও কাছাকাছি অবস্থান করছে এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী রূপ ধারণ করতে যাচ্ছে। তাই গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে সকলের মাঝে করোনা সহিষ্ণু অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্যোগ পরিচালনা করা হচ্ছে। একদিকে করোনার ক্ষতি পুষিয়ে উঠার লক্ষে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্রামবাসীদের সাথে নিয়ে গ্রামের উঠানে সরকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় বসতবাড়ীতে কৃষি এবং নারীবন্ধব কৃষির প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দ্রুত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি ফিলানথ্রোপির মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারগুলো চিহ্নিত করে বিভিন্ন পুষ্টিকর , খনিজ লবন সমৃদ্ধ শাকসবজীর বীজ বিতরণ করা হচ্ছে। সেই সাথে কোভিড-১৯ এর বর্তমান অবস্থা,এর গতিপ্রকৃতি, শারীরীক দূরত্ব ও মাস্ক পরার গুরুত্ব বিবষয়ক ক্যাম্পেইন কার্যক্রমগুলোও ব্যাপকভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে।

গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়াঃ

ফলদা হিন্দুপাড়া গ্রামের প্রায় সকল মানুষই করোনা মহামারীর এ আতংকের মধ্যেও গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাব্রতীদের বিভিন্ন তৎপরতা প্রতক্ষ করেছে । গ্রামের বিপন্ন মানুষগুলোর পাশে যে ভাবে গ্রাম উন্নয়ন দল দাড়িয়ে তাদেরক সুরক্ষা দিয়ে যাচ্ছে তা হিন্দুপাড়ার প্রত্যকের মুখে মুখে। গ্রামের সাধারন মানুষ মনে করেন গ্রাম উন্নয়ন দলের এ কর্মকান্ডের কারনেই তাদের গ্রাম অদ্যবধি করোনামুক্ত রয়েছে। তারা এ দুঃসময়ে এ ধরনের মানবিক উদ্যোগ এর আগে এমনভাবে আর দেখেন নাই। গ্রামের এ স্বেচ্ছাব্রতীদের নিয়ে তারা গর্ব করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজের সাথে নিজেকে জড়াতে পারলে আনন্দিত হবেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

"এ সংকটের সমাধান বাইরে থেকে এসে কারো পক্ষে সম্ভব ছিলনা "-সন্তোষ দত্ত

করোনা প্রতিরোধে ফলদা হিন্দুপাড়া গ্রামে পরিচালিত হওয়া মানবিক লড়াইটি আজ শুধু ফলদা হিন্দু পাড়া গ্রাম নয়, ফলদা ইউনিয়ন এবং ভুঞাপুর উপজেলার অনেকের কাছেই সুপরিচিত। যারা দেখেছেন এবং জেনেছেন তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন গ্রাম উন্নয়ন দল পরিচালিত এ স্বেচ্ছাব্রতী জনবান্ধব উদ্যোগগুলোর কারনেই হিন্দুপাড়া গ্রামটি আজো সুরক্ষিত। আর এ বিশাল কার্যক্রমটি পরিচালনায় নেপথ্যে থেকে যিনি সার্বিকভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন সন্তোষ কুমার দত্ত। তিনি গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি এবং স্থানীয় শরিফুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এছাড়াও তিনি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন উজ্জীবক, সৃজন ভুঞাপুর উপজেলার সম্পাদক এবং গোপালপুর প্রেসকাবের সম্পাদক। সন্তোষ দত্ত মনে করেন করোনার এ ভীষণ আতংকের মধ্যে প্রবল সাহসিকতা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানো বাইরে থেকে আসা কোন শক্তির পক্ষে সম্ভব ছিলনা। এমনকি বেতনভাতা প্রাপ্ত কোন কর্মীদল বা কোন কিছুর বিনিময়ে সুবিধাপ্রাপ্ত কোন গোষ্ঠীর পক্ষেও সম্ভব না । দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের মানুষকে নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে একটি গ্রামকে জাগিয়ে তোলার শক্তি ঐ গ্রামের মধ্যেই অর্ন্তনিহিত অবস্থায় বিরাজমান থাকে, শক্তিটি অগোছালো ও সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং এ শক্তিটিকে জাগাতে পারলেই গোটা গ্রামটিই জেগে উঠে।